রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ১৮, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ কার্তিক ১৪২৫ বঃ/০৭ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং ০৩.০৬৮.০০৪.০৯.০০.০০.০১৬.২০১৮-৬৬৪—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিট জারি/ইস্যু, নবায়ন এবং ভিসা সুপারিশ কার্যক্রম আরো যুগোপযোগী, বাস্তবানুগ ও কার্যকর করার নিমিত্ত উক্ত আইনের ধারা ১২ এর দফা (ক) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা "বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট) গাইডলাইনস্, ২০১৮" জারি করিল।

২। ইহা জনস্বার্থে জারি করা হইল এবং অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জিয়াউল হক
পরিচালক-১।

মূল্য : টাকা ১৬.০০

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট) গাইডলাইনস্, ২০১৮

যেহেতু, অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিট জারি/ইস্যু, নবায়ন এবং ভিসা সুপারিশ কার্যক্রম আরো যুগোপযোগী, বাস্তবানুগ ও কার্যকর করার নিমিত্ত গাইডলাইনস্ ও কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় :—

সেহেতু, এতদদ্বারা নিম্নরূপ গাইডলাইনস্ প্রণয়ন করা হইল :—

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১২ এর দফা (ক) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এতদদ্বারা নিম্নরূপ গাইডলাইনস্ প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—১.১ এই গাইডলাইনস্ "বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট) গাইডলাইনস্, ২০১৮" নামে অভিহিত হইবে।

১.২ ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **কর্মপদ্ধতি :**

২.১ ভিসা সুপারিশ পদ্ধতি;

২.২ ভিসা সুপারিশ অনুমোদন পদ্ধতি;

২.৩ আগমনী ভিসা (Visa on Arrival) এর সুপারিশপত্র ইস্যু/জারি পদ্ধতি;

২.৪ বিদেশি নাগরিকদের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের শর্তাবলী;

২.৫ ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু/জারি পদ্ধতি;

২.৬ ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন পদ্ধতি;

২.৭ ডুপ্লিকেট ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু/জারি পদ্ধতি;

২.৮ ওয়ার্ক পারমিট বাতিল সংক্রান্ত শর্তাবলী;

২.৯ ওয়ার্ক পারমিটধারীর নিরাপত্তা ছাড়পত্রের জন্য সুপারিশপত্র জারি পদ্ধতি;

২.১০ অন্যান্য সুপারিশপত্র ইস্যু/জারি পদ্ধতি;

২.১১ "No Visa Required (NVR)" এর জন্য সুপারিশপত্র ইস্যুকরণ পদ্ধতি;

২.১২ বিবিধ।

২.১. বিদেশি নাগরিকদের অনুকূলে ভিসা সুপারিশ পদ্ধতি :

ক. শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশি নাগরিকগণের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিটের আবেদনের পূর্বে বেজা'র প্রধান কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন হইতে যথাযথ শ্রেণির ভিসা গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থনৈতিক অঞ্চল (EZ) এর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে মোট বাংলাদেশী কর্মসংস্থানের সর্বোচ্চ শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ নাগরিকের ভিসা সুপারিশ এর ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদানের বিধান রহিয়াছে। তবে বিনিয়োগকারীগণ এই নিয়োগ অনুপাতের আওতায় পড়িবে না।

খ. EZ এর শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদেশি নাগরিকগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে দেশে বিদ্যমান ভিসা নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের সাথে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় A3-ভিসা; A3-শ্রেণিতে আগতদের পারিবারের সদস্যদের বিষয়ে FA3-ফ্যামিলি ভিসা; ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে B-ভিসা; বিনিয়োগ/স্থাপিতব্য ব্যবসা/বাণিজ্যিক ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ে PI-ভিসা; PI-শ্রেণিতে আগতদের পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে FPI-ফ্যামিলি ভিসা; নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে E-ভিসা; E-শ্রেণিতে আগত Technician/বিশেষজ্ঞদের পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে FE-ফ্যামিলি ভিসা; যন্ত্রপাতি এবং সফট্ওয়্যার সরবরাহ/স্থাপন/ রক্ষণাবেক্ষণ/স্থানীয় শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ/তত্ত্বাবধান/ প্রকল্প পরিদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে EI-ভিসা গ্রহণ করিতে হইবে। উল্লিখিত ভিসা ক্যাটাগরিতে ভিসা গ্রহণের সুপারিশের জন্য নিম্নলিখিত দলিলাদি/কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে :

খ. ১. A3-বাংলাদেশ সরকারের সাথে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বিদেশি নাগরিকের আগমনের কারণ উল্লেখপূর্বক পাসপোর্টের কপি (কমপক্ষে ছয় মাস মেয়াদ সম্পন্ন)।

খ. ২. B-ভিসার আবেদনের সাথে উক্ত বিদেশি নাগরিকের আগমনের কারণ উল্লেখপূর্বক পাসপোর্টের কপি (কমপক্ষে ছয় মাস মেয়াদ সম্পন্ন)।

খ. ৩. PI-ভিসার আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিদেশি নগরিককে অবশ্যই বিনিয়োগকারী হিসেবে প্রমাণ স্বরূপ Memorandum of Article দাখিল করিতে হইবে। আগমনের পর কত সময়ের ভিসা প্রয়োজন, উক্ত সময়ে কতবার আগমন করিতে ইচ্ছুক তা উল্লেখপূর্বক পাসপোর্টের কপি (কমপক্ষে ছয় মাস মেয়াদ সম্পন্ন)।

খ. ৪. E-ভিসার আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়োগের জন্য পত্রিকার বিজ্ঞপ্তির কপি (১টা জাতীয়, ১টা স্থানীয়), বিজ্ঞপিতে উল্লিখিত যোগ্যতার সনদপত্রসমূহ (ইংরেজি অনুবাদ), নিয়োগপত্র (পত্রিকায় বিজ্ঞতি প্রকাশের কমপক্ষে ১০ দিন পরে ইস্যুকৃত) পাসপোর্টের কপি (কমপক্ষে ছয় মাস মেয়াদ সম্পন্ন)।

খ. ৫. EI-ভিসার আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিদেশি নাগরিকের সুনির্দিষ্টভাবে আগমনের কারণ, কতদিন অবস্থান করিবে উল্লেখপূর্বক পাসপোর্টের কপি (কমপক্ষে ছয় মাস মেয়াদ সম্পন্ন)।

খ. ৬. FA3-ভিসার আবেদনের সাথে বিদেশি নাগরিকের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য (বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা) এ মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, পাসপোর্টের কপি (কমপক্ষে ছয় মাস মেয়াদ সম্পন্ন)।

খ. ৭. FPI-ভিসার আবেদনের সাথে বিনিয়োগকারী Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য (বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা) এ মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, পাসপোর্টের কপি (কমপক্ষে ছয় মাস মেয়াদ সম্পন্ন)।

খ. ৮. FE-ভিসার আবেদনের সাথে বিদেশি নাগরিকের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য (বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা) এ মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, পাসপোর্টের কপি (কমপক্ষে ছয় মাস মেয়াদ সম্পন্ন)।

২.২. **ভিসা সুপারিশ অনুমোদন পদ্ধতি :**

ক. EZ-এর শিল্প প্রতিষ্ঠানের অথরাইজড্/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেশের বিদ্যমান ভিসা নীতিমালা অনুযায়ী বেজা'র প্রধান কার্যালয়ে নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর প্রযোজ্য দলিলাদি সংযুক্তিসহ প্রয়োজনীয় ভিসার জন্য আবেদন করিবেন।

খ. বেজা'র প্রধান কার্যালয় হইতে দেশে বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী EZ এর শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদেশি নাগরিকগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সাথে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় A3-ভিসা; A3-শ্রেণিতে আগতদের পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে FA3-ফ্যামিলি ভিসা; ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে B-ভিসা; বিনিয়োগ/স্থাপিতব্য ব্যবসা/বাণিজ্যিক ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ে PI-ভিসা; PI-শ্রেণিতে আগতদের পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে FPI-ফ্যামিলি ভিসা; টেকনিশিয়ান/বিশেষজ্ঞ নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে E-ভিসা; E-শ্রেণিতে আগতদের পরিবারের বিষয়ে FE-ফ্যামিলি ভিসা; যন্ত্রপাতি এবং সফট্ওয়্যার সরবরাহ/স্থাপন/ রক্ষণাবেক্ষণ/স্থানীয় শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ/তত্ত্বাবধান/ প্রকল্প পরিদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে EI-বিষয়ে ভিসা ইস্যু করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে সুপারিশ প্রদান করা হইবে।

গ. উক্ত সুপারিশপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস হইতে ভিসা নীতিমালার আলোকে স্বল্প মেয়াদি ভিসা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২.৩. **আগমনী ভিসা (Visa on Arrival) অনুমোদন পদ্ধতি :**

যে সকল দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস নাই সেসব দেশ হইতে আগমনের ক্ষেত্রে আগমনী ভিসা গ্রহণ করিয়া আগমন করিবেন। বিদেশি নাগরিকের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে অন্যান্য সকল শর্তাদি পূরণসাপেক্ষে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরসমূহের কর্তৃপক্ষ বরাবর বেজার পধান কার্যালয় হইতে প্রয়োজনীয় ভিসা প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হইবে।

২.৪ **বিদেশি নাগরিকদের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিট প্রদানে শর্তাবলী :**

ক. EZ এর যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন বিদেশি নাগরিক নিয়োগ প্রাপ্ত হইলে অথবা বিনিয়োগকারী হিসাবে বাংলাদেশে অবস্থান করিয়া কাজ করিলে তাহার ওয়ার্ক পারমিট গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

খ. বিদেশি নাগরিকের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে।

গ. ভিসা নীতিমালা অনুযায়ী ওয়ার্ক পারমিট আবেদনের পূর্বে নিয়োগ, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির ভিসা বেজার সুপারিশের আলোকে গ্রহণ করিতে হইবে।

ঘ. স্থানীয় ও বিদেশি উদ্যোগে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশী নাগরিকদের অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

ঙ. বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যতীত বিদেশি নাগরিকের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিট প্রদান নিরুৎসাহিত হইবে।

চ. যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য উচ্চ প্রযুক্তি প্রয়োজন এবং বাংলদেশে সহজলভ্য নয়, কেবল সেই সকল ক্ষেত্রে বিদেশি নাগরিকদের অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

ছ. কোন পদে বিদেশি নাগরিক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে উক্ত পদে নিয়োগযোগ্য উপযুক্ত স্থানীয় জনবল পাওয়া যায় কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগতব্য পদের নাম, যোগ্যতা ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশে প্রকাশিত ১টি স্থানীয় ও ১টি জাতীয় জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিতে হইবে।

জ. নিয়োগ প্রাপ্ত বিদেশিকে বাংলাদেশে আগমনের ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ শ্রেণির ভিসা এবং Arrival Stamp সহ ওয়ার্ক পারমিট এর আবেদন করিতে হইবে।

ঝ. শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিদেশি নাগরিকের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট EZ অফিসে যথাযথ বিধিবিধান অনুসরণ পূর্বক প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ ওয়ার্ক পারমিট এর জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদন করিতে হইবে।

ঞ. আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সংযুক্তিসহ পূর্ণাঙ্গ সেট/অনলাইনে জমা দিতে হইবে।

ট. আবেদনপত্রের প্রতিটি ঘর স্পষ্টভাবে টাইপ করিয়া দিতে হইবে। অস্পষ্ট কোন আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট EZ অফিস হইতে বেজা'র প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা যাইবে না।

ঠ. প্রাথমিকভাবে ০১ (এক) বছরের জন্য ওয়ার্ক পারমিট ইস্যুর ক্ষেত্রে আবেদনের সাথে প্রতি জনের নির্ধারিত ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ফি জমাদান করিতে হইবে।

ড. EZ অফিস কেবলমাত্র PI এবং E ভিসা প্রাপ্ত বিদেশি নাগরিকদের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিটের আবেদনপত্র বেজার প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

ঢ. E ভিসার আওতায় আগমনকারীদের প্রতিটি আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীর নিয়োগপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি এবং সংশ্লিষ্ট পদের বিপরীতে পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কপি সংযুক্ত করিতে হইবে। অন্যথায় আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলিয়া ওয়ার্ক পারমিট বিবেচনা করা যাইবে না।

ণ. ওয়ার্ক পারমিট এর আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীর মার্কিন ডলারে মূল বেতন উল্লেখপূর্বক নিয়োগপত্রেরে কপি দাখিল করিতে হইবে।

ত. নিয়োগকৃত বিদেশি কর্মকর্তা/প্রকর্মীর আয়ের অংশ স্বদেশে রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের Guidelines for Foreign Exchange Transaction, 2009 Chapter-11 এর ৮ ধারাসহ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রযোজ্য হইবে।

২.৪.১ ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু/জারির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়সমূহ :

ক. শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র "বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ওয়ার্ক পারমিট) গাইডলাইনস্, ২০১৮" এর আলোকে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ সংশ্লিষ্ট EZ হইতে বেজা'র প্রধান কার্যালয়ে অগ্রায়ণ করিবে। উক্ত আবেদনপত্রসমূহ বেজা'র প্রধান কার্যালয়ের ওএসএস শাখা হইতে পরীক্ষা করিয়া ওয়ার্ক পারমিট স্ট্যান্ডিং কমিটির মাসিক সভার সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করিবে। অনলাইনে বেজা'র ওএসএস পোর্টালে উক্ত আবেদন করা যাইবে।

খ. বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে এমন দেশের নাগরিকদের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করা যাইবে। দেশের বিদ্যমান ভিসা নীতিমালা অনুযায়ী কেবলমাত্র A-3 Visa, E-Visa, PI-Visa আগত বিদেশি নাগরিকদের ওয়ার্ক পারমিট প্রদান করা যাইবে।

গ. বিদেশি বিনিয়োগকারীর (PI ভিসাধারীদের) ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের বিষয়টি দেশি ও বিদেশি নিয়োগের অনুপাতের আওতায় পড়িবে না। এতদব্যতীত, নতুন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপনকালে ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের ক্ষেত্রে বাস্তবতার আলোকে সংশ্লিষ্ট EZ এর নির্বাহী প্রধান/ ডেভেলপারের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনে দেশি-বিদেশি নিয়োগের অনুপাত শিথিল করা যাইতে পারে।

ঘ. "আগমনী ভিসা (Visa on Arrival)" নিয়া আগত কোন বিদেশি নাগরিকের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারের এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য সকল শর্তাদি পূরণসাপেক্ষে ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করা যাইবে।

ঙ. কোন প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্ক পারমিট এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে অন্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিতে হইলে পূর্বের প্রতিষ্ঠান হইতে বিধি মোতাবেক ওয়ার্ক পারমিট বাতিল ও ছাড়পত্র গ্রহণ পূর্বক নতুনভাবে E-ভিসা গ্রহণের সুপারিশের জন্য আবেদন করিতে হইবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদেশি নাগরিককে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক নতুন করিয়া E-শ্রেণির ভিসা গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশে আগমন করিতে হইবে।

চ. বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী/উদ্যোক্তা বা তাহাদের প্রতিনিধিদের স্বল্প সময়ের জন্য 'Business' শ্রেণির ভিসা গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশে আগমন করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে ওয়ার্ক পারমিট গ্রহণ করার প্রয়োজন নাই। তবে উক্ত বিদেশি দীর্ঘ সময় বাংলাদেশে অবস্থান করিলে অথবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাংলাদেশে কাজ করিলে তাঁহাকে বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী যথাযথ শ্রেণির ভিসা গ্রহণপূর্বক ওয়ার্ক পারমিট গ্রহণ করিতে হইবে। E1 ভিসায় আগতদেরও অতিরিক্ত সময় অবস্থান করিতে হইলে বিদ্যমান নিয়মনীতি প্রযোজ্য হইবে।

২.৪.২ **ওয়ার্ক পারমিট এর মেয়াদকাল :**

ক. EZ এর সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদেশি নাগরিকদের অনুকূলে (১+৪) ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া যাইবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে ০১ (এক) বছর এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিরাপত্তা ছাড়পত্র/অনাপত্তিপত্র প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাকুরীক্ষেত্রে সন্তোষজনক Performance বিবেচনায় এক সঙ্গে ০৪ (চার) বছরের জন্য ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন করা যাইবে।

খ. PI- ভিসাধারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এতদসংক্রান্ত ভিসা নীতিমালার সকল শর্তপূরণ সাপেক্ষে ০৫ বছর পর্যন্ত ওয়ার্ক পারমিট প্রদান করা যাইবে। ওয়ার্ক পারমিট এর মেয়াদ আরো ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নবায়ন করা যাইবে।

গ. নির্ধারিত মেয়াদ শেষে ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন করা না হইলে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওয়ার্ক পারমিট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

২.৫. **ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু/জারির পদ্ধতি :**

ক. শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত ওয়ার্ক পারমিটের আবেদন সংশ্লিষ্ট EZ হইতে বেজার প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। অতঃপর উক্ত আবেদনসমূহ বিবেচনার জন্য স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হইবে।

খ. ওয়ার্ক পারমিট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় প্রত্যেক বিদেশি নাগরিকের ভিসা, নিয়োগ এর জন্য বিজ্ঞাপন অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, টিআইএন সনদ, পাসপোর্ট ও ভিসা ক্যাটাগরি, ভিসার সংশ্লিষ্ট পাতাসহ পাসপোর্টের কপি, জাতীয়তা, নিয়োগপত্র মূল বেতন ইত্যাদি যাচাই-বাছাই করা হইবে। অতঃপর নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত পদবি অনুযায়ী ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের জন্য অনুমোদন দেওয়া হইবে।

গ. ওয়ার্ক পারমিট অনুমোদনের পর প্রাথমিকভাবে ১ (এক) বছরের জন্য ওয়ার্ক পারিমিট ইস্যু করা হইবে। পরবর্তীতে ওয়ার্ক পারমিট সংশ্লিষ্ট EZ এর মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রেরণ করা হইবে।

২.৬. **ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের পদ্ধতি :**

ক. EZ এর শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিদেশি নাগরিকদের ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের ক্ষেত্রে ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩ (তিন) মাস পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন করিতে হইবে। ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের আবেদনপত্রের সংগে নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে :

ক.১. ৪ (চার) বছরের জন্য ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিজনের জন্য নির্ধারিত ফি প্রতি বছরের জন্য ৫০০০ টাকা হারে ২০০০০ (বিশ হাজার) টাকা বেজার প্রধান কার্যালয়ে জমাদানের মূল রসিদ/প্রমাণপত্র। তবে কোন ওয়ার্ক পারমিটধারীর ৪ (চার) বছরের কম সময়ের জন্যও ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের বিষয় বিবেচনা করা যাইবে। এতদ্‌ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে ওয়ার্ক পারমিটের ফি প্রদান করিতে হইবে।

ক.২. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনাপত্তি/নিরাপত্তা ছাড়পত্র।

ক.৩. সংশ্লিষ্ট বিদেশি নাগরিকের বিগত বছরের আয়কর প্রদান সংক্রান্ত সনদপত্র।

ক.৪. নূন্যতম ৩ (তিন) মাসের ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি (পাসপোর্টের মেয়াদ কমপক্ষে ০১ বছর থাকিতে হইবে)।

খ. এতদসংক্রান্ত সকল তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করিয়া সংশ্লিষ্ট EZ অফিস হইতে আবেদনসমূহ বেজার প্রধান কার্যালয়ে সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। অতঃপর ওয়ার্ক পারমিট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় আবেদনসমূহ বিবেচিত হইলে নির্দিষ্ট মেয়াদে ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের অনুমোদন প্রদান করা হইবে।

গ. অনুমোদন প্রদানের পর ওয়ার্ক পারমিট ও আইডি কার্ড এর নবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইলে সংশ্লিষ্ট EZ অফিসে ওয়ার্ক পারমিট ও আইডি কার্ডসমূহ প্রেরণ করা হইবে।

ঘ. প্রত্যেক ওয়ার্ক পারমিটধারীকে নিয়মিতভাবে বার্ষিক আয়কর প্রদান করিতে হইবে এবং আয়কর প্রদানের সনদের কপি বেজার প্রধান কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট EZ অফিসে নিয়মিত দাখিল করিতে হইবে।

ঙ. EZ এর শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন বিদেশি কর্মকর্তা/প্রকর্মী আয়কর প্রদান না করিয়া দেশ ত্যাগ করিলে এক্ষেত্রে আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তাইবে।

২.৭. **ডুপ্লিকেট ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু/জারি :**

ক. ওয়ার্ক পারমিট হারাইয়া গেলে ডুপ্লিকেট ওয়ার্ক পারমিট জারি করা যাইবে। সেক্ষেত্রে নিকটস্থ থানায় জিডি করিতে হইবে। থানায় জিডির কপি সংযুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট EZ প্রধান/ডেভেলপারকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করিতে হইবে।

খ. ডুপ্লিকেট ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু এর আবেদনের সঙ্গে মূল ওয়ার্ক পারমিট এর ফটোকপি, সংশ্লিষ্ট থানায় জিডির ফটোকপি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ফটোকপি এবং ওয়ার্ক পারমিটধারীর বাংলাদেশের আয়কর পরিশোধের সনদপত্র, ডুপ্লিকেট ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু ফি বাবদ ৫০০০/- টাকা জমাদানের প্রমাণপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।

গ. ওয়ার্ক পারমিট জীর্ণ বা নষ্ট হইয়া গেলে তাহার মূলকপি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ফটোকপি এবং আপডেট আয়কর সনদসহ ডুপ্লিকেট ওয়ার্ক পারমিট ইস্যুর জন্য আবেদন করা যাইবে।

২.৮ ওয়ার্ক পারমিট বাতিল সংক্রান্ত শর্তাবলি :

ক. যে সকল ওয়ার্ক পারমিটধারী চাকরি ছেড়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়াছে বা অন্য কোন কারণে চাকরিচ্যুত হইয়াছে তাঁহাকে/তাঁহাদের নিয়োগদানকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাশীঘ্র উক্ত ওয়ার্ক পারমিট বাতিলের জন্য সংশ্লিষ্ট EZ অফিসে আবেদন করিবে।

খ. দেশত্যাগের দিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উক্ত বিদেশি নাগরিকের আয়কর পরিশোধ করিতে হইবে এবং কাস্টমস পাসবুক (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট EZ অফিসে ফেরত প্রদান করিবে। আবেদনের সাথে দেশত্যাগের প্রমাণ স্বরূপ বিমান টিকিট/আইটেনারি, মূল ওয়ার্ক পারমিট ও আইডি কার্ড দাখিল করিতে হইবে।

গ. সংশ্লিষ্ট EZ অফিস, শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত বাতিল সংক্রান্ত আবেদনপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া বেজা'র প্রধান কার্যালয়ে অগ্রায়ণ করিবে।

ঘ. বেজা'র প্রধান কার্যালয়ের ওএসএস শাখা ওয়ার্ক পারমিট বাতিলের আবেদনসমূহ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বাতিল করিবে।

ঙ. ওয়ার্ক পারমিট বাতিল সংক্রান্ত তথ্য/পরিসংখ্যান এতদসংশ্লিষ্ট ওয়ার্ক পারমিট স্ট্যান্ডিং কমিটির পরবর্তী সভাকে অবহিত করিতে হইবে।

চ. কোন ওয়ার্ক পারমিটধারীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার রাষ্ট্র বিরোধী বা আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থি কিংবা অন্য কোন অসামাজিক/অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগ উত্থাপিত এবং তা প্রমাণিত হইলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি তাহার ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করিবে যাহা পরবর্তী ওয়ার্ক পারমিট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাকে অবহিত করা হইবে।

ছ. শ্রমিকদের সাথে কোন বিদেশি নাগরিকের আচার-আচরণ, প্রতিষ্ঠান/EZ এর স্বার্থের পরিপন্থি কোন কার্যকলাপ তথা সার্বিক পারফরমেন্স সন্তোষজনক না হইলে সংশ্লিষ্ট EZ এর নির্বাহী প্রধানের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ তাহার ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করিতে পারিবে।

জ. বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের কোন ধারা লঙ্ঘনজনিত কারণে যদি কোন ওয়ার্ক পারমিটধারীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে আপত্তি জানানো হয়, সেক্ষেত্রেও বেজা তাহার ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করিতে পারিবে।

২.৯ ওয়ার্ক পারমিটধারীর নিরাপত্তা ছাড়পত্রের জন্য সুপারিশপত্র জারি :

ওয়ার্ক পারমিট জারির অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের জন্য বেজা কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করা হইবে। উক্ত সুপারিশ পত্রের সহিত ওয়ার্ক পারমিট স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতি সভায় জারীকৃত ওয়ার্ক পারমিটের কপি এবং সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী ২১ কার্যদিবসের মধ্যে নিরাপত্তা ছাড়পত্র (Security Clearance) জারি করিবে। যদি, উক্ত সময়ের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চাহিত বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন না করা হইলে, প্রস্তাবিত ওয়ার্ক পারমিট এর অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র জারি করা হইয়াছে মর্মে বিবেচনা করা হইবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নিরাপত্তা ছাড়পত্রে (Security Clearance) কোনরূপ শর্ত আরোপ করা হইলে বেজা যথাযথভাবে তাহা বাস্তবায়ন করিবে।

২.১০. অন্যান্য সুপারিশপত্র জারি :

২.১০.১. ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশপত্র জারি :

ক. যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্ক পারমিটধারী বিদেশি নাগরিকের বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানকালে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে বেজা হইতে উক্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সুপারিশপত্র প্রেরণ করিবে।

খ. এছাড়াও, বেজার সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশে আগমনকারী বিদেশি নাগরিকের ভিসার মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে 'সরকারের সংশ্লিষ্ট ভিসা নীতিমালা' অনুযায়ী তাঁহার ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বেজা 'ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর' বরাবর সুপারিশপত্র প্রেরণ করিবে।

২.১১. "No Visa Required (NVR)" সুবিধা প্রাপ্তিতে সুপারিশ প্রদান :

ক. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৪৪.০০.০০০০.০৩৯.১৬.০০৭.১২-৮৫০ তারিখ ২৭-০৮-২০১২ এর শর্ত অনুযায়ী "বাংলাদেশে কোন ভারী শিল্পে অথবা দীর্ঘ মেয়াদে কোন শিল্প/ব্যবসায় কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগকারী বিদেশি "No Visa Required for travel to Bangladesh সুবিধা পাইবেন।"

খ. বেজার অধীন EZ-এ কোন বিনিয়োগকারী যদি 'সরকারের সংশ্লিষ্ট ভিসা নীতিমালা' অনুযায়ী "NoVisa Required (NVR)" সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিয়া থাকে সেক্ষেত্রে উক্ত বিনিয়োগকারীকে বর্ণিত সুবিধা প্রদানের জন্য 'বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর' বরারব সুপারিশপত্র প্রেরণ করিবে।

২.১২. বিবিধ

২.১২.১. **বিমান বন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের সুবিধা প্রদান :**

ক. শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ভিত্তিতে EZ-এর শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারী/শেয়ার হোল্ডারগণ বাংলাদেশে আগমনের সময় বিমান বন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পরিচালক বরাবর বেজা সুপারিশপত্র প্রেরণ করিবে।

২.১২.২. **ক্ষেত্র বিশেষে ওয়ার্ক পারমিটে প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিবিধ সেবা প্রদান :**

ক. সংশ্লিষ্ট EZ-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ডেভেলপারের সুপারিশের ভিত্তিতে ওয়ার্ক পারমিটে বেতন বর্ধন, পদবি পরিবর্তন, কোম্পানির নাম পরিবর্তন, ইজেডের নাম পরিবর্তনসহ বাস্তবতার নিরিখে এতদসংশ্লিষ্ট স্ট্রান্ডিং কমিটির সভাকে অবহিত/অনুমোদনপূর্বক বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন/ সংযোজন/সংশোধন করা যাইবে।

খ. ওয়ার্ক পারমিটে পাসপোর্ট নম্বর, ঠিকানা, পদবি ইত্যাদি পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন সময় তা সংশোধন করা যাইবে।

গ. ওয়ার্ক পারমিটে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম (একই মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান) পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ক পারমিটধারীকে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হইবে সে শিল্প প্রতিষ্ঠানের দেশি-বিদেশি জনবল আনুপাতিক হারে স্থানান্তরিত বিদেশি নাগরিক/নাগরিকগণের নিয়োগ/স্থানান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট EZ-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে ওয়ার্ক পারমিট এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/সংযোজন/সংশোধন করা যাইবে।

ঘ. একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান একীভূত হইলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে দেশি-বিদেশি জনবল আনুপাতিক হারে নিয়োগকৃত বিদেশি নাগরিক/নাগরিকগণের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট EZ-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে ওয়ার্ক পারমিট এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/সংযোজন/সংশোধন করা যাইবে।

২.১২.৩. এছাড়াও বাস্তবতার নিরিখে সংশ্লিষ্ট জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে বিদ্যমান বিধি-বিধান ও নীতিমালার আলোকে এতদ্‌সংক্রান্ত বিবিধ আবেদন বিবেচনা করা যাইবে।

২.১২.৪. **ওয়ার্ক পারমিট সংক্রান্ত তথ্য ডাটাবেজে সংরক্ষণ :**

ক. বেজার অধীন EZ-এর শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ওয়ার্ক পারমিটধারীদের পারমিট ইস্যু, নবায়ন, বাতিল এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি বেজা ওএসএস সার্ভিসেস শাখা কর্তৃক নির্ধারিত ডাটাবেজে সংরক্ষিত হইবে। এতদ্‌সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতি সভা শেষে ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু, নবায়ন ও বাতিলের তথ্যাদি উক্ত ডাটাবেজে সংযুক্ত হইবে।

খ. এছাড়াও প্রতিটি EZ অফিস উল্লিখিত ওয়ার্ক পারমিট সংক্রান্ত সকল আপডেট তথ্যাদি নিজ দায়িত্বে ডাটাবেজে সংরক্ষণ করিবে।

২.১২.৫. **স্ট্যান্ডিং কমিটির গঠন :**

এই গাইডলাইনস্ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বেজায় নিম্নরূপ সদস্যের সমন্বয়ে একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি থাকিবে :

(১) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেজা ..... আহ্বায়ক

(২) নির্বাহী সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন)..... সদস্য

(৩) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি..... সদস্য

(৪) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেবা সুরক্ষা বিভাগের একজন প্রতিনিধি..... সদস্য

(৫) ব্যবস্থাপক (ওএসএস).....সদস্য-সচিব

উক্ত কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী সভা আহ্বান করিয়া গাইডলাইনস্ অনুসরণে বিদেশি নাগরিকদের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিট জারি/ইস্যু, নবায়ন, বাতিল, ভিসা সুপারিশ ইত্যাদি যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করিবে।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd